দ্বিতীয় অধ্যায়
দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০৮-০৯ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৫.৮৮ শতাংশ হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করেছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার অভিঘাত এবং ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ও পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য খাতের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ার কারণে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা কম হবে বলে অনুমিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০০৭-০৮ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসেবে ৬.১৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৫.৫ শতাংশ, ৬.০ শতাংশ ও ৬.৫ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। সরকারের ঘোষিত রূপকল্পে ২০১৩ সালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ এবং ২০১৭ সালে এ হার ১০ শতাংশে উন্নীত করে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। শিল্প খাতে, বিশেষ করে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে বৃহৎ সেবা খাতের মধ্যে কয়েকটি খাতে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেলেও সার্বিক ভাবে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পাবে। লেখচিত্র ২.১ এ স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ও মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হ'ল। সারণি ২.১-এ ২০০৩-০৪ থেকে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে মোট ও মাথাপিছু জিডিপি, স্থূল জাতীয় আয় (জিএনআই) দেখানো হল।

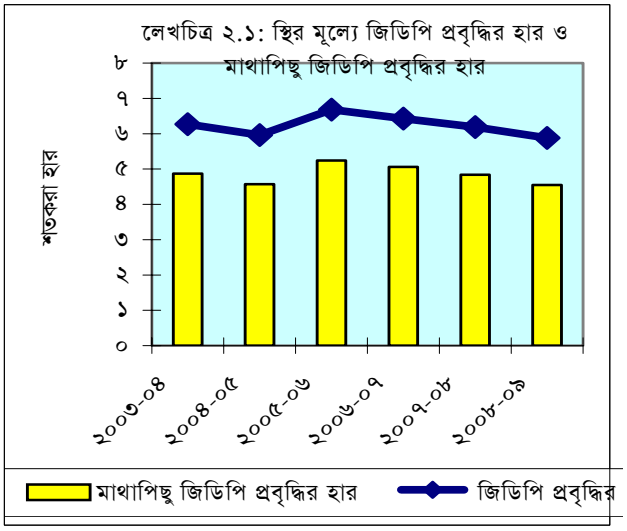

সারণি ২.১: চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই

বিষয়	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ (সাময়িক)
জিডিপি (কোটি টাকায়)	৩৩২৯৭৩	৩৭০৭০৭	৪১৫৭২৮	৪৭২৪৭৭	৫৪৫৮২২	৬১৪৯৪৩
জিএনআই (কোটি টাকায়)	৩৫০৫২৬	৩৮৯৬৩৫	৪৪২৯৩৫	৫০৭৭৫২	৫৯৪২১২	৬৮৩২৩১
জনসংখ্যা (কোটিতে)	১৩.৫২	১৩.৭০	১৩.৮৮	১৪.০৬	১৪.২৪	১৪.৪২
মাথাপিছু জিডিপি (টাকায়)	২৪৬২৮	২৭০৬১	২৯৯৫৫	৩৩৬০৭	৩৮৩৩০	৪২৬৩৮
মাথাপিছু জিএনআই (টাকায়)	২৫৯২৬	২৮৪৪৩	৩১৯১৫	৩৬১১৬	৪১৭২৮	৪৭৩৭৩
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলারে)	৪১৮	৪৪১	৪৪৭	৪৮৭	৫৫৯	৬২১
মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলারে)	৪৪০	৪৬৩	৪৭৬	৫২৩	৬০৮	৬৯০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ২.১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দেশে মাথাপিছু জিডিপি ও জাতীয় আয় অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মাথাপিছু জিডিপি প্রথমবারের মতো ৬০০ মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি যথাক্রমে ৬৯০ ও ৬২১ মার্কিন ডলার। চলতি (২০০৮-০৯) অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪৭৩৭৩ টাকা, যা গত অর্থবছরের মাথাপিছু জাতীয় আয় ৪১৭২৮ টাকা হতে ১৩.৫৩ শতাংশ বেশি। মাথাপিছু জিডিপি ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ৩৮৩৩০ টাকা, যা চলতি অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৪২৬৩৮ টাকায় দাঁড়াবে। অর্থাৎ মাথাপিছু জিডিপি এবছর বৃদ্ধি পাবে ১১.২৪ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.০৫ শতাংশ। সারণি ২.২-এ ২০০৩-০৪ থেকে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ দেখানো হয়েছে।

সারণি ২.২: চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ (সাময়িক)
১। কৃষি ও বনজ	৫২৪১৯	৫৬১৬৭	৬২২২৩	৭০১২৪	৮০২০১	৮৮৬০১
খ) শস্য ও শাকসজি	৩৮৮৮৩	৪১৪৮২	৪৬১১৮	৫২৪৬৮	৬০৫৭৮	৬৬৭০৯
গ) পশু সম্পদ	৭৯১৬	৮৬৮০	৯৬৮২	১০৭৮০	১২১১৮	১৩৭২৬
গ) বনজ সম্পদ	৫৬২০	৬০০৬	৬৪২৩	৬৮৭৬	৭৫০৫	৮১৬৬
২। মৎস্য সম্পদ	১৪৭৮৩	১৫৪৫৬	১৬৩১৭	১৭৭৮৩	১৯৭৯০	২১৮১৪
৩। খনিজ ও খনন	৩৬৪৩	৪০৪১	৪৬৪৩	৫৩২২	৬১৫২	৭০৩২
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	২০৮৫	২২৯৫	২৫৬৮	২৮৪৫	৩১৬৪	৩৫৭২
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	১৫৫৮	১৭৪৬	২০৭৫	২৪৭৬	২৯৮৮	৩৪৬০
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	৫১৫২৭	৫৮৭৯৫	৬৮৯২৩	৮১১৭৮	৯৩৯০১	১০৫৮৯০
খ) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	৩৬৩৬৪	৪১৫৩৫	৪৮৯৭৪	৫৭৬৮৮	৬৬৭৫৯	৭৫০৯২
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	১৫১৬৩	১৭২৬০	১৯৯৪৯	২৩৪৯০	২৭১৪২	৩০৭৯৮
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	৪৪২৪	৪৯০৯	৫৩৯২	৫৫৯০	৬০৭০	৬৪৫২
ক) বিদ্যুৎ	৩৬৮৩	৪০৬৫	৪৪৫৫	৪৫৬৭	৪৯৫৫	৫২২৩
খ) গ্যাস	৪৮০	৫৩২	৫৯৪	৬৫১	৭১৬	৭৮৯
গ) পানি	২৬১	৩১২	৩৪২	৩৭২	৩৯৯	৪৪০
৬। নির্মাণ	২৫৩৯৭	২৯০৬১	৩২৭৯৭	৩৭৫৪৩	৪৩৮৫৪	৫০০৮৫
৭। পাইকারি ও খুচরা বানিজ্য	৪৪১০৩	৫০২৭৮	৫৬৯৮৪	৬৬০১১	৭৮২২০	৮৭৬৭৭
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	২২০২	২৫১২	২৮৫৩	৩২৮৯	৩৮৮৯	৪৪৩৭
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৩৪৪৪৪	৩৮২৮৯	৪৩২০৬	৪৮৯০৮	৫৬৯০৭	৬৫২৫০
ক) স্থল পথ পরিবহন	২৬৮৬০	২৯৩৭৪	৩২৮৪১	৩৬৮৫৩	৪২৮৫৭	৪৯৩৫৭
খ) পানি পথ পরিবহন	২৮৮৬	২৯৯৪	৩১৩৭	৩৩০৭	৩৬২১	৩৯০৪
গ) আকাশ পথ পরিবহন	৪৩৮	৪৬৭	৫০০	৫০৯	৫৪৬	৬৩৫
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	১০৭০	১১৭১	১২৬০	১৪২০	১৫৬৯	১৭২১
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৩১৯০	৪২৮৩	৫৪৬৭	৬৮২০	৮৩১৪	৯৬৩৩
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	৫১৯৭	৫৯৩৪	৬৬৮৪	৭৭৪৪	৮৯৫৫	১০১৭২
খ) ব্যাংক	৩৮৮৯	৪৪৫১	৪৯৯৫	৫৭৯৭	৬৬৫৬	৭৫০১
গ) বীমা	১১১১	১২৫৯	১৪৩০	১৬৪০	১৯৩০	২২৩৪
গ) অন্যান্য	১৯৮	২২৫	২৬০	৩০৭	৩৬৮	৪৩৭
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	২৭৬০১	২৯৭৪৪	৩২১৫৭	৩৪৯২৯	৩৮০৫৮	৪১৬০৪
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৮৬২৪	৯৬৩৭	১১০৩৬	১২৭৪৩	১৪৪২৭	১৬৪২০
১৩। শিক্ষা	৭৮৭৩	৮৭৮৮	৯৯৩৫	১১৭৭৬	১৩৫৩১	১৫৫৮৭
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৭১৯৭	৮১০৪	৯০২২	১০৩০৭	১১৮১৯	১৩৫০৮
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩০০২৮	৩৩৮৭৬	৩৮২৮৩	৪৩৫৬৮	৫০২০০	৫৭৮৭৮
আমদানি শুল্ক	১৩৫১০	১৫১১৩	১৫২৭৪	১৫৬৬২	১১৭৩৩	১২৬২৫
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	৩৩২৯৭৩	৩৭০৭০৭	৪১৫৭২৮	৪৭২৪৭৭	৫৪৫৮২২	৬১৪৯৪৩
চলতি বাজার মূল্যে প্রবৃদ্ধি হার	১০.৭৮	১১.৩৩	১২.১৪	১৩.৬৫	১৫.৫২	১২.৬৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি

সারণী ২.৩-এ ১৯৯৫-৯৬ সালের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার উপস্থাপন করা হলো। স্থিরমূল্যে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সার্বিক জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৫.৮৮ শতাংশে প্রাক্কলিত হয়েছে, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ৬.১৯ শতাংশ।

সারণি ২.৩: ১৯৯৫-৯৬ সালের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার

খাত/উপখাত	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ (সাময়িক)
১। কৃষি ও বনজ	৪.৩৮	১.৮০	৫.২৩	৪.৬৯	২.৯৩	৪.৮১
খ) শস্য ও শাকসব্জি	৪.২৭	০.১৫	৫.০৩	৪.৪৩	২.৬৭	৫.০২
গ) পশু সম্পদ	৪.৯৮	৭.২৩	৬.১৫	৫.৪৯	২.৪৪	৩.৪৬
গ) বনজ সম্পদ	৪.১৮	৫.০৯	৫.১৮	৫.২৪	৫.৪৭	৫.৫৩
২। মৎস্য সম্পদ	৩.০৯	৩.৬৫	৩.৯১	৪.০৭	৪.১৮	৪.০১
৩। খনিজ ও খনন	৭.৬৬	৮.৩৮	৯.২৬	৮.৩৩	৮.৯৪	৯.৩৭
খ) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৮.৯৮	৯.০২	৯.৫২	৮.০৩	৮.২৬	৯.৬৯
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৫.৬৮	৭.৪০	৮.৮৪	৮.৮০	১০.০১	৮.৮৮
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	৭.১০	৮.১৯	১০.৭৭	৯.৭২	৭.২১	৫.৯২
(ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৬.৯৫	৮.৩০	১১.৪১	৯.৭৪	৭.২৬	৫.৬৫
(খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৭.৪৫	৭.৯৩	৯.২১	৯.৬৯	৭.১০	৬.৫৯
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	৯.০৯	৮.৯০	৭.৬৭	২.১০	৬.৭৭	৪.৫২
ক) বিদ্যুৎ	৯.১৯	৮.৫৮	৭.৪৫	১.০৮	৬.৬৮	৩.৬৪
খ) গ্যাস	৮.৮১	৮.৮৭	৯.৩৭	৭.৩৭	৭.৭২	৮.৬৩
গ) পানি	৮.০০	১৪.৪৪	৭.৫৫	৭.০৮	৬.০০	৮.৯১
৬। নির্মাণ	৮.২৫	৮.৩১	৮.৩১	৭.০১	৫.৬৮	৫.৭২
৭। পাইকারি ও খুচরা বিপণন	৬.৫৭	৭.০৬	৬.৭৫	৮.০৪	৬.৮২	৬.৩৫
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	৭.০৫	৭.১২	৭.৪৫	৭.৫২	৭.৫৫	৭.৫৮
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.২১	৭.৯৭	৭.৯৮	৮.০৩	৮.৫৫	৭.৬১
খ) স্থল পথ পরিবহন	৬.০২	৪.২৫	৪.১৪	৪.১৮	৪.৫৪	৪.৮১
গ) পানি পথ পরিবহন	০.১৬	১.৯৫	১.৯৫	১.৭৩	২.৫৪	২.২০
ঘ) আকাশ পথ পরিবহন	০.৮৪	২.৪৯	৫.২৫	২.০১	৬.২০	১৫.৩৩
ঙ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	-১.৩৫	২.৯২	৬.১৩	৮.৯৩	৮.৪৫	৮.৭২
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১৪.৫৬	৩১.৭৯	২৬.৭০	২৩.২৯	২১.৬৪	১৫.২৮
১০। আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৭.০২	৮.৯২	৮.৫০	৯.১৮	৮.৮৯	৮.০০
খ) ব্যাংক	৬.৭৩	৯.১১	৮.১৯	৯.৩৪	৮.৩৮	৭.২২
গ) বীমা	৮.০৬	৮.৩৪	৯.১৬	৮.২১	১০.০৩	৯.৮৮
গ) অন্যান্য	৬.৯১	৮.৫১	১০.৯৪	১১.৬২	১২.৪৭	১২.৩৫
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৩.৫৮	৩.৬৫	৩.৬৯	৩.৭৬	৩.৭৫	৩.৮১
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৭.০৬	৮.০২	৮.১৫	৮.৪১	৬.২১	৭.০২
১৩। শিক্ষা	৭.৬৯	৭.৯০	৯.০৫	৮.৯৬	৭.৮০	৮.০৪
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৬.১৭	৭.৪০	৭.৭৯	৭.৬৪	৭.০২	৭.৫৫
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.৯৭	৪.০৫	৪.০৯	৪.৫৮	৪.৬২	৪.৬৮
স্থির মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার	৬.২৭	৫.৯৬	৬.৬৩	৬.৪৩	৬.১৯	৫.৮৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

কৃষি খাত

বিস্তৃত খাত হিসাবে কৃষি খাত কৃষি ও বনজ এবং মৎস্য- এ দুটি খাতের সমন্বয়ে গঠিত, চলতি অর্থবছরের স্থুল দেশজ উৎপাদে যার সম্মিলিত অবদান প্রায় ২০.৬০ শতাংশ এবং সার্বিকভাবে বিস্তৃত কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৪.৬৩ শতাংশ। স্থুল দেশজ উৎপাদে কৃষির আওতাধীন খাত ও উপখাতসমূহের ভূমিকা নিম্নে বর্ণিত হ'লঃ

কৃষি ও বনজ

শস্য ও শাকসব্জি, পশুসম্পদ এবং বনজ সম্পদ উপখাতসমূহের সমন্বয়ে কৃষি ও বনজ খাত চলতি অর্থবছরের স্থুল দেশজ উৎপাদে ১৬.০৩ শতাংশ অবদান রেখেছে (সারণি ২.৪)। চলতি অর্থবছরে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪.৮১ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে ছিল ২.৯৩ শতাংশ। মূলত শস্য ও শাকসব্জি, পশুসম্পদ উপখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই ২০০৮-০৯ অর্থবছরের কৃষি ও বনজ খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি । উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট খাদ্য শস্য (চাল, গম ও ভূট্টা) উৎপাদনের পরিমাণ ৩৩৮.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন হবে বলে প্রাক্কলন করেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৩১১.২১ লক্ষ মেট্রিক টনের তুলনায় ৮.৬৩ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে আউশ, আমন ও বোরোর উৎপাদন যথাক্রমে ২৫.৭৫ শতাংশ, ২০.১৯ শতাংশ ও ৮.৯১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অন্যান্য গৌণ শস্যসমূহ যেমন ডাল, মশলা, আখ, ফল, শাক-সব্জি ও তামাকের উৎপাদন পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

চলতি অর্থবছরে পশুসম্পদ উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৩.৪৬ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ২.৪৪ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বনজ সম্পদ উপখাতে প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধির হার ৫.৫৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫.৪৭ শতাংশ।

মৎস্য

মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ২০০৮-০৯ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উৎস হতে মোট মৎস্য আহরণের পরিমাণ -২৭.০১ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ৫.৩৮ শতাংশ বেশি। এ খাতে চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪.০১ শতাংশ, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ৪.১৮ শতাংশ। স্থির মূল্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ৪.৫৭ শতাংশ (সারণি ২.৪)।

শিল্প খাত

খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ এই চারটি খাতের সমন্বয়ে শিল্প খাত ঘটিত। চলতি অর্থবছরে এই খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৫.৯৩ শতাংশ হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ৬.৭৮ শতাংশ। বৃহৎ শিল্প খাতের আওতাধীন খাতসমূহের অবস্থান নিম্নে দেয়া হলো।

খনিজ ও খনন

২০০৮-০৯ অর্থবছরে খনিজ ও খনন খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৯.৩৭ শতাংশ হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ৮.৯৪ শতাংশ। এর মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৯.৬৯ শতাংশ ও অন্যান্য খনিজ উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৮.৮৮ শতাংশ হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৮.২৬ শতাংশ ও ১০.০১ শতাংশ।

ম্যানুফ্যাকচারিং

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক নিরুপিত শিল্প উৎপাদন সূচক (QIP, ভিত্তিবছরঃ ১৯৮৮-৮৯ = ১০০) অনুসারে ২০০৭-০৮ সালে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.২৬ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উপখাতে ওভেন গার্মেন্টস, নীটওয়্যার, কটন টেক্সটাইল, ঔষধ, প্লাষ্টিক সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র, লৌহ ও ইপাত, সিরামিক, সিমেন্ট, ইলেকট্রনিক সামগ্রী, পরিবহন যন্ত্রাংশ ইত্যাদি শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের প্রধান রপ্তানি সামগ্রী হিসাবে গার্মেন্টস ও নীটওয়্যার শিল্পে উৎপাদন প্রথম ও দ্বিতীয় কোয়ার্টারে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে তৃতীয় কোয়ার্টার হতে এই শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পেতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য, নিটওয়্যার ও তৈরি পোশাক শিল্পে রপ্তানি আয় চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যথাক্রমে ২৩.০৮ শতাংশ ও ১৯.২৬ শতাংশ। হিমায়িত

খাদ্য, চিনি, চামড়া, সার এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য শিল্পের উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি লক্ষনীয়। ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব বিবেচনায় রেখে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৫.৬৫ শতাংশ বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদনে ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত উর্ধ্বমুখীতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫৯ শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ৭.১০ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে (বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষূদ্র শিল্পে) ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ৫.৯২ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি

২০০৮-০৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১২৫৫৭.১৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। এর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের অবদান যথাক্রমে ৬১.১১ শতাংশ ও ৩৮.৮৯ শতাংশ। এ অর্থবছরে মোট ২৬০০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে বলে অনুমিত হচ্ছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত উৎপাদনের চেয়ে ৬.৯৪ শতাংশ বেশি। গ্যাস উৎপাদনেও উর্ধ্বগতির ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং মোট বাণিজ্যিক জ্বালানী ব্যবহারের প্রায় ৭৫ শতাংশই পূরণ করছে প্রাকৃতিক গ্যাস। ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মোট গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৬২.২২ বিলিয়ন ঘনফুট ও ৬০০.৮৬ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের গ্যাসের সম্ভাব্য চাহিদার পরিমাণ ৭০৭ বিলিয়ন ঘনফুট, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত ব্যবহারের তুলনায় ১৭.৬৬ শতাংশ বেশি। ফলে সার্বিক ভাবে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি খাতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৪.৫২ শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ৬.৭৭ শতাংশ।

নির্মাণ

নির্মাণ খাতের প্রধান উপাদানসমূহ হচ্ছে সিমেন্ট, লোহা ও স্টীল। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে লৌহ ও ইপাত, সিরামিক ও সিমেন্টের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নিরিখে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এই খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৫.৭২ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা পূববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫.৬৮ শতাংশ।

সেবা খাত

পাইকারি ও খুচরা বানিজ্য, হোটেল ও রেঁস্তোরা, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতসমূহের সমন্বিত উৎপাদনই সেবা খাতের মোট উৎপাদন। চলতি অর্থবছরে মোট স্থুল দেশজ উৎপাদে সমন্বিত সেবা খাতের অবদান ৪৯.৬৭ শতাংশ। নিম্নে সমন্বিত সেবা খাতের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত/উপ-খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির চিত্র দেয়া হলো।

পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য

২০০৮-০৯ অর্থবছরে এই খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের (৬.৮২ %) প্রবৃদ্ধির তুলনায় হ্রাস পেয়ে ৬.৩৫ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জিডিপিতে এই খাতের অবদান ১৪.৪৪ শতাংশ।

হোটেল ও রেঁস্তোরা

২০০৮-০৯ অর্থবছরে এই খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের (৭.৫৫ %) প্রবৃদ্ধির তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৫৮ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ

২০০৮-০৯ অর্থবছরে পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে ৭.৬১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৫৫ শতাংশ। ডাক ও তার যোগাযোগ সেবা উপখাত এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ১৫.২৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে টেলিযোগাযোগ উপখাতের প্রবৃদ্ধি ৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্টেরও বেশি হ্রাস পেলেও মোবাইল ফোন সার্ভিস এ উপ-খাতের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ১০.৬১ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.১৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বশি।

রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা

২০০৮-০৯ অর্থবছরে রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৩.৮১ শতাংশ হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ৩.৭৫ শতাংশ।

অন্যান্য সেবা খাত

সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত অবশিষ্ট খাতসমূহের মধ্যে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও সমাজকর্ম খাতের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৭.০২ শতাংশ, ৮.০৪ শতাংশ ও ৭.৫৫ শতাংশ । এ ছাড়া কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৪.৬৮ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

চলতি বাজার মূল্যে জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের অবদান

২০০৮-০৯ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপিতে বিস্তৃত কৃষি (মৎস্য খাতসহ) খাতের অবদান প্রায় ১৮.৬৪ শতাংশ, যা ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১৯.২৪ শতাংশ ও ১৯.০১ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপিতে বিস্তৃত শিল্প (খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ এই চারটি খাতের সমন্বয়) খাতের অবদান প্রায় ২৮.৬১ শতাংশ, যা ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ২৮.৩৮ শতাংশ ও ২৮.৩৫১ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপিতে বিস্তৃত সেবা (পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, হোটেল ও রেঁস্তোরা, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতসমূহের সমন্বয়) খাতের অবদান প্রায় ৫২.৭৬ শতাংশ, যা ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৫২.৩৮ শতাংশ ও ৫২.৪৮ শতাংশ। উপরের উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, চলতি বাজার মূল্যে জিডিপিতে সমন্বিত কৃষি খাতের অবদান ক্রমহ্রাসমান, পক্ষান্তরে সমন্বিত শিল্প খাতের অবদান ক্রমবর্ধমান যদিও সমন্বিত সেবাখাতের অবদান প্রায় স্থিতিশীল।

স্থির মূল্যে জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের অবদান

সারণি ২.৪-এ ১৯৯৫-৯৬ সালের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার (%) উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সারণি হতে দেখা যায় যে, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে বিস্তৃত কৃষি (মৎস্য খাতসহ) খাতের অবদান প্রায় ২০.৬০ শতাংশ, যা ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ২১.৩৭ শতাংশ ও ২০.৮৩ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে বিস্তৃত শিল্প (খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ এই চারটি খাতের সমন্বয়) খাতের অবদান প্রায় ২৯.৭৩ শতাংশ, যা ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ২৯.৪৫ শতাংশ ও ২৯.৭০ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে বিস্তৃত সেবা (পাইকারি ও খুচরা

বানিজ্য, হোটেল ও রেঁস্তোরা, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতসমূহের সমন্বয়) খাতের অবদান প্রায় ৪৯.৬৭ শতাংশ, যা ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৪৯.১৮ শতাংশ ও ৪৯.৪৭ শতাংশ ।

সারণি ২.৪: ১৯৯৫-৯৬ সালের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার (%)

খাত/উপখাত	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ (সাময়িক)
১। কৃষি ও বনজ	১৭.৯৭	১৭.২৭	১৬.৯৮	১৬.৬৪	১৬.১৮	১৬.০৩
খ) শস্য ও শাকসব্জি	১৩.২	১২.৫১	১২.২৮	১২.০০	১১.৬৪	১১.৫৫
গ) পশু সম্পদ	২.৯১	২.৯৫	২.৯২	২.৮৮	২.৭৯	২.৭৩
গ) বনজ সম্পদ	১.৮৩	১.৮২	১.৭৯	১.৭৬	১.৭৫	১.৭৫
২। মৎস্য সম্পদ	৫.১১	৫.০০	৪.৮৬	৪.৭৩	৪.৬৫	৪.৫৭
৩। খনিজ ও খনন	১.১১	১.১৪	১.১৬	১.১৮	১.২১	১.২৫
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	০.৬৮	০.৬৯	০.৭১	০.৭২	০.৭৪	০.৭৬
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	০.৪৩	০.৪৪	০.৪৫	০.৪৬	০.৪৭	০.৪৯
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	১৬.১৬	১৬.৫১	১৭.০৮	১৭.৫৫	১৭.৭৭	১৭.৭৮
খ) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১১.৪১	১১.৬৬	১২.১৪	১২.৪৭	১২.৬৩	১২.৬১
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৪.৭৬	৪.৮৫	৪.৯৪	৫.০৮	৫.১৪	৫.১৭
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	১.৫৯	১.৬৪	১.৬৫	১.৫৭	১.৫৯	১.৫৭
ক) বিদ্যুৎ	১.৩৪	১.৩৭	১.৩৮	১.৩০	১.৩১	১.২৯
খ) গ্যাস	০.১৮	০.১৮	০.১৯	০.১৯	০.১৯	০.১৯
গ) পানি	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৯	০.০৯	০.০৯
৬। নির্মাণ	৮.৮৩	৯.০৩	৯.১৪	৯.১৫	৯.১৩	৯.১৩
৭। পাইকারী ও খুচরা বিপণন	১৩.৯৭	১৪.১২	১৪.০৮	১৪.২৪	১৪.৩৭	১৪.৪৪
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	০.৬৮	০.৬৮	০.৬৯	০.৬৯	০.৭০	০.৭১
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৯.৭৯	৯.৯৮	১০.০৭	১০.১৮	১০.৪৪	১০.৬১
স্থল পথ পরিবহন	৬.৯৬	৬.৮৫	৬.৬৭	৬.৫০	৬.৪২	৬.৩৬
খ) পানি পথ পরিবহন	০.৯৭	০.৯৩	০.৮৯	০.৮৫	০.৮২	০.৭৯
গ) আকাশ পথ পরিবহন	০.১২	০.১২	০.১২	০.১১	০.১১	০.১২
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	০.৩৩	০.৩২	০.৩১	০.৩২	০.৩৩	০.৩৪
ঘ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১.৪১	১.৭৬	২.০৮	২.৪০	২.৭৬	৩.০০
১০। আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	১.৬৫	১.৬৯	১.৭২	১.৭৬	১.৮১	১.৮৪
খ) ব্যাংক	১.২৩	১.২৭	১.২৮	১.৩১	১.৩৪	১.৩৬
গ) বীমা	০.৩৫	০.৩৬	০.৩৭	০.৩৭	০.৩৯	০.৪০
গ) অন্যান্য	০.০৬	০.০৬	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৮
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৮.৩০	৮.১২	৭.৮৭	৭.৬৪	৭.৪৯	৭.৩৫
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২.৬৩	২.৬৮	২.৭১	২.৭৫	২.৭৬	২.৭৯
১৩। শিক্ষা	২.৪০	২.৪৪	২.৪৯	২.৫৪	২.৫৮	২.৬৪
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	২.২২	২.২৫	২.২৭	২.২৯	২.৩১	২.৩৫
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৭.৫৯	৭.৪৫	৭.২৫	৭.০৯	৭.০১	৬.৯৩
জিডিপি	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সমন্বিত সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতের অবদান সর্বোচ্চ, যা চলতি অর্থবছরে ১৪.৪৪ শতাংশে পৌঁছবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৪.২৪ শতাংশ ও ১৪.৩৭ শতাংশ। সমন্বিত সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান দ্বিতীয়

সর্বোচ্চ। চলতি অর্থবছরে এ খাতের অবদান ১০.৬১ শতাংশ, যা ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১০.১৮ শতাংশ ও ১০.৪৪ শতাংশ। উপরের উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জিডিপিতে কৃষি থেকে অকৃষিখাতে খাতওয়ারি অবদানের কাঠামোগত বিবর্তনের ইতিবাচক ধারা এ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন সারণি ২.৫ ও লেখচিত্র-২.২.১ হতে ২.২.৪-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ২.৫: স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে বৃহৎ খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা (ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬)

অবদান (শতকরা হার)								
খাত	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	২০০০-০১	২০০৫-০৬	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
কৃষি	৩৩.০৭	৩১.১৫	২৯.২৩	২৫.৬৮	২৫.০৩	২১.৮৪	২০.৮৩	২০.৬০
শিল্প	১৭.৩১	১৯.১৩	২১.০৪	২৪.৮৭	২৬.২০	২৯.০৩	২৯.৭০	২৯.৭৩
সেবা	৪৯.৬২	৪৯.৭৩	৪৯.৭৩	৪৯.৪৫	৪৮.৭৭	৪৯.১৪	৪৯.৪৭	৪৯.৬৭
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
প্রবৃদ্ধি (শতকরা হার)								
কৃষি	৩.৩১	৩.৩১	২.২৩	৩.১০	৩.১৪	৪.৯৪	৩.২০	৪.৬৩
শিল্প	৫.১৩	৬.৭২	৪.৫৭	৬.৯৮	৭.৪৫	৯.৭৪	৬.৭৮	৫.৯৩
সেবা	৩.৫৫	৪.১০	৩.২৮	৩.৯৬	৫.৫৩	৬.৪০	৬.৪৯	৬.২৫
সার্বিক জিডিপি (উৎপাদন মূল্যে)	৩.৭৪	৩.৩৪	৩.২৪	৪.৪৭	৫.৪১	৭.০২	৫.৮৭	৫.৮২

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

লেখচিত্র ২.২.১
১৯৮০-৮১ অর্থবছরের জিডিপিতে বৃহৎ খাত সমূহের অবদান

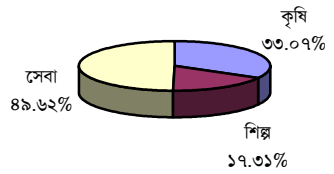

লেখচিত্র ২.২.২
১৯৯০-৯১ অর্থবছরের জিডিপিতে বৃহৎ খাত সমূহের অবদান

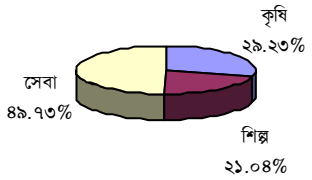

লেখচিত্র ২.২.৩
২০০০-০১অর্থবছরের জিডিপিতে বৃহৎ খাত সমূহের অবদান

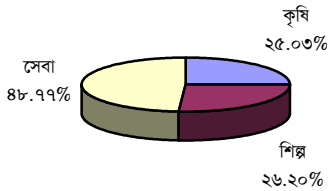

লেখচিত্র ২.২.৪
২০০৮-০৯ অর্থবছরের জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের অবদান

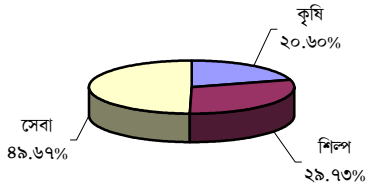

আশির দশকের শুরুতে (১৯৮০-৮১) জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল ৩৩.০৭ শতাংশ, যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে ২৯.২৩ শতাংশ এবং ২০০০-০১ অর্থবছরে ২৫.০৩ শতাংশে দাঁড়ায়। চলতি অর্থবছরে তা ২০.৬০

শতাংশে এসে দাঁড়াবে বলে সাময়িক ভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, আশির দশকের শুরুতে সমন্বিত শিল্প খাতের অবদান ছিল ১৭.৩১ শতাংশ, যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে ২১.০৪ শতাংশ এবং ২০০০-০১ অর্থবছরে ২৬.২০ শতাংশে দাঁড়ায়। চলতি অর্থবছরে এ হার ২৯.৭৩ শতাংশে উন্নীত হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে। । এ সময়কালে খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত কৃষি ও সেবা খাতের তুলনায় শিল্পখাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। কিন্তু চলতি অর্থবছরে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি (১.৪৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট) পেলেও সেবা খাতে সামান্য হ্রাস (০.২৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট) এবং শিল্প খাতে ০.৮৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পাবে বলে সাময়িক প্রাক্কলন করা হয়েছে। গত দুই দশকে কৃষি ও শিল্প খাতের অবদানের ক্রমবিবর্তনের ধারা বিদ্যমান থাকলেও একই সময়ে সেবা খাতের অবদান কিঞ্চিৎ হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়া প্রায় একই পর্যায়ে রয়েছে। সরকারের ঘোষিত রূপকল্পে ২০২১ সালে শিল্প খাতের বর্তমান হিস্যার পরিবর্তে ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

সঞ্চয়

নিম্নের সারণি ২.৬ ও লেখচিত্র ২.৩-এ বিগত কয়েক বছরের দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়ের পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। সারণি হতে দেখা যায়, ২০০১-০২ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় ছিল যথাক্রমে ১৮.১৬ শতাংশ ও ২৩.৪৪ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে জিডিপি'র ২০.৩১ শতাংশ ও ৩০.২১ শতাংশে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার যথাক্রমে জিডিপি'র ২০.০১ শতাংশ ও ৩২.৩৭ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রদত্ত সারণি হতে পষ্টতই লক্ষ্যণীয় যে, জিডিপি'র শতকরা হারে জাতীয় সঞ্চয় ক্রমবর্ধমান হলেও ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে দেশজ সঞ্চয় ক্রমহ্রাসমান।

সারণি ২.৬: স্থুল দেশজ উৎপাদে (জিডিপি) সঞ্চয়ের শতকরা হার

	দেশজ সঞ্চয়	জাতীয় সঞ্চয়
২০০১-০২	১৮.১৬	২৩.৪৪
২০০২-০৩	১৮.৬৩	২৪.৮৭
২০০৩-০৪	১৯.৫৩	২৫.৪৪
২০০৪-০৫	২০.০১	২৫.৮৪
২০০৫-০৬	২০.২৫	২৭.৬৭
২০০৬-০৭	২০.৩৫	২৮.৬৬
২০০৭-০৮	২০.৩১	৩০.২১
২০০৮-০৯ (সাময়িক)	২০.০১	৩২.৩৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

লেখচিত্র ২.৩:জিডিপির শতকরা হারে দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়

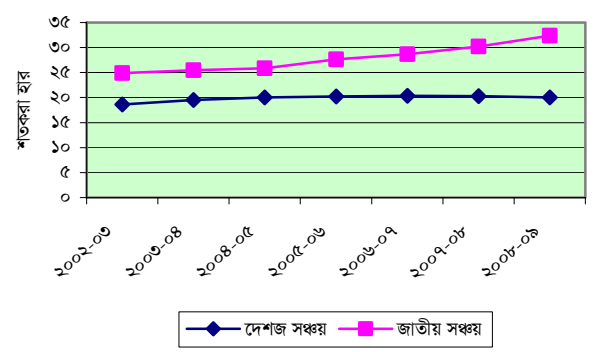

বিনিয়োগ

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে মোট বিনিয়োগে ব্যক্তিখাতের অবদান ছিল প্রায় ৬০ শতাংশ, যা চলতি অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮০.৮৪ শতাংশে। মোট বিনিয়োগে সরকারি খাতের অবদান ক্রমহ্রাসমান এবং বেসরকারি খাতের অবদান ক্রমবর্ধমান। ২০০১-০২ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপি'র ২৩.১৫ শতাংশ। তন্মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের হার ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ৬.৩৭শতাংশ ও ১৬.৭৮ শতাংশ। জাতীয় বিনিয়োগ হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৪.৬৫ শতাংশে উন্নীত হয়। এর পর হতে পরবর্তী অর্থবছরসমূহে জিডিপির শতকরা হারে মোট বিনিয়োগ হ্রাস পেতে থাকে এবং চলতি অর্থবছরে এ হার ২৪.১৮ শতাংশ হবে মর্মে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করা

হয়েছে। চলতি (২০০৮-০৯) অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ যথাক্রমে জিডিপি'র ৪.৬৩ শতাংশ ও ১৯.৫৫ শতাংশ হবে বলে অনুমিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা, উদ্যোক্তা শ্রেণীকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম এবং অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণ প্রভৃতি নীতিমালা সম্বলিত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার কার্যক্রম শুরু করেছে।

২০০১-০২ অর্থবছর হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপিতে বিনিয়োগের শতকরা হার সারণি ২.৭-এ এবং লেখচিত্র ২.৪-এ দেখানো হল।

সারণি ২.৭: স্থূল দেশজ উৎপাদে (জিডিপি) বিনিয়োগের শতকরা হার

অর্থবছর	মোট বিনিয়োগ	সরকারি বিনিয়োগ	বেসরকারি বিনিয়োগ
২০০১-০২	২৩.১৫	৬.৩৭	১৬.৭৮
২০০২-০৩	২৩.৪১	৬.২০	১৭.২১
২০০৩-০৪	২৪.০২	৬.১৯	১৭.৮৩
২০০৪-০৫	২৪.৫৩	৬.২১	১৮.৩২
২০০৫-০৬	২৪.৬৫	৬.০০	১৮.৬৫
২০০৬-০৭	২৪.৪৬	৫.৪৫	১৯.০২
২০০৭-০৮	২৪.২১	৪.৯৫	১৯.২৫
২০০৮-০৯ (সাময়িক)	২৪.১৮	৪.৬৩	১৯.৫৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
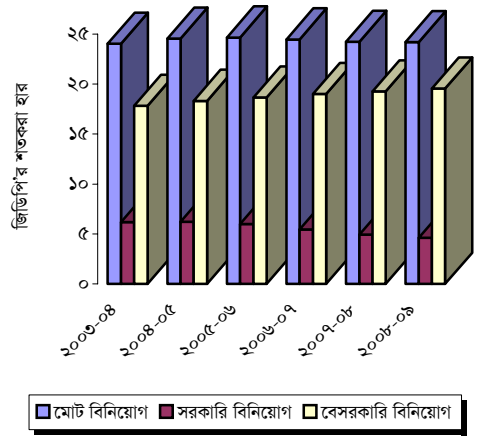
লেখচিত্র ২.৪: স্থূল দেশজ উৎপাদে (জিডিপি) বিনিয়োগের শতকরা হার